নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২১, পৃ. ৪৯-৬৩
© ২০১৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়ন ডিসকোর্স ও গান্ধীবাদ: কেইস গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট

মোঃ মিজানুর রহমান*

Abstract: This article takes a critical look at the Gandhi's approaches to rural development incorporating development discourse into its philanthropic philosophy. The paper emphasizes the complex articulation of development discourse by drawing on an ethnographic study in Gandhi Ashram in Noakhali. I show that this Ashram is now engaged with 'target group' approach following NGO model. By looking at its' various programme activities this article underlines the issue of humanitarian appeal of Mahatma Gandhi in a changing context of development. I argue that, rural development programmes of Gandhi Ashram are being constructed within the modernisation framework.

ভূমিকা:

এই প্রবন্ধে আমি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানার জয়াগ গ্রামে অবস্থিত 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট (১৯৪৬)' এর কার্যক্রমগুলোর আলোকে মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শ ও দর্শন এর প্রয়োগের স্বরূপ বোঝার প্রয়াস নিয়েছি। নির্দিষ্টভাবে 'গান্ধী আশ্রম' এর এথনোগ্রাফী রচনার মাধ্যমে আমি গান্ধীর সমাজ উন্নয়ন ধারণা ও দর্শন কিভাবে বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সের অংশ হয়ে যাচ্ছে তার স্বরূপ বুঝতে চেয়েছি। অন্য কথায় গান্ধীর মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা কীভাবে বৈশ্বিক 'উন্নয়ন ডিসকোর্স' এর অভিঘাতে নানা বদল এর সম্মুখীন হচ্ছে তা দেখা এ প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য। গান্ধী আশ্রম গান্ধীর মতাদর্শের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও সমাজ উন্নয়নের বার্তা নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল সময়ের পরিক্রমায় তার ব্যত্যয় ঘটেছে, বদল ঘটেছে, এমনকি তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। 'উন্নয়ন ডিসকোর্সে'র অভিঘাতে বিভিন্ন সময়ে গান্ধীর সমাজ দর্শনের যে পরিবর্তনসমূহ আমরা লক্ষ্য করি তা মূলত বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সের অংশ। যেমন: গান্ধী আশ্রমের সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচী, ক্ষুদ্র ঋণ প্রোগ্রাম, নারীকে 'টার্গেট গ্রুপ' হিসেবে সনাক্ত করে শ্রম বাজারে যুক্তকরণ ইত্যাদি। প্রবন্ধটি ভূমিকাসহ মোট পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে গবেষণা এলাকা ও কৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে, গান্ধী ও গান্ধীবাদী লেখকরা উন্নয়নকে কীভাবে দেখেছেন এবং উন্নয়ন নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মনোভাব কিরুপ তা সম্পর্কে বিদ্যমান কিছু রচনাসমূহের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে, গান্ধী আশ্রম কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি ও কার্যক্রম কীভাবে গান্ধীর গ্রাম উন্নয়ন ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক এবং প্রকারান্তরে তা উন্নয়ন ডিসকোর্সেরই অংশ সে সম্পর্কে গবেষণা হতে

* সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইল: mizanur34ju@gmail.com

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে যুক্তি ও আলোচনা হাজির করা হয়েছে। এবং পঞ্চম অংশে প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও কৌশল:

এই প্রবন্ধটি আমার স্নাতক পর্যায়ের থিসিস এর আলোকে রচিত। গবেষণাটি করা হয়েছে ২০০৯-১০ সময়কালে। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধাপে এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। গবেষণাটি করেছি গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট অবস্থিত এমন একটি গ্রামে। গ্রামটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বের জেলা নোয়াখালীতে অবস্থিত । গান্ধী আশ্রম চৌমুহনী শহরের ২৩ কি. মি. উত্তর-পূর্বে এবং চাটখিল এর ২ কি. মি. পূর্বে সোনাইমুড়ী থানার জয়াগ গ্রামে অবস্থিত। জয়াগ গ্রামের প্রবেশ পথ থেকে শুরু করে গান্ধী আশ্রমের এলাকা পর্যন্ত গান্ধীর বিভিন্ন বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড, ফেস্টুন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দেখে মনে হয় যে গান্ধীবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত কোন লোকালয়ে প্রবেশ করছি। গ্রামের মধ্যে থাকা গান্ধী আশ্রম, এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় জনসাধারণ এ গবেষণার তথ্যদাতা[২]। মূলত: সাক্ষাৎকার ও দলীয় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে এ গবেষণাটি সম্পন্ন করেছি। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এই গবেষণায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্ত:দৃষ্টি প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে গান্ধী আশ্রমের পাঠাগারে প্রাপ্ত গান্ধীর রচনা এবং গান্ধীর দর্শন নিয়ে দেশী-বিদেশী লেখকদের রচিত বই ও প্রবন্ধ এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃদৃষ্টি প্রদানে ভূমিকা রেখেছে।

গান্ধীর গ্রাম উন্নয়ন ধারণা ও উন্নয়ন ডিসকোর্স সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত সাহিত্য পর্যালোচনা:

মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন সম্পর্কে অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে। এই ধরণের লেখাগুলোতে মূলত: গান্ধীর অহিংসা নীতি, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যকার দর্শণসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে (যেমন: বোরা, ১৯৯৪; চ্যাটার্জি, ১৯৭৬; গান্ধী, ১৯২৭; প্যাটেল, ১৯৮৮; মাজ্জারেলা, ২০১০; মূখার্জী, ২০১০; মকসুদ; ২০০৫, সাহা; ২০০৫)। সময়ের সাথে সাথে গান্ধীর চিন্তা ও দর্শনে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা মজুমদার (২০০৭) তার আলোচনায় তুলে ধরেন। তাঁর মতে, পরিবর্তন বা রূপান্তর হলেও গান্ধীর ধারণার তিনটি মূল উপাদান সবসময় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এগুলো হলো সত্য, অহিংসা এবং আত্মত্যাগ। ভারতীয় সমাজের বিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কে গান্ধীর ধারণার ভিত্তি ছিল সমাজ এবং গ্রাম ব্যবস্থা সম্পর্কে তার বোঝাপড়া[৩]। গ্রামের গুরত্ব সম্পর্কে গান্ধী ভারতের প্রেক্ষাপটে মনে করতেন, গ্রাম যদি ধ্বংস হয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভারতও ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা আর ভারত থাকবে না, বিশ্বে এর লক্ষ্য মুখ থুবড়ে পড়বে (কুমার, ২০০৫:৫৫) ।

গান্ধীর নিজের লেখালেখিতে গ্রামের মানুষের দুরাবস্থা উঠে এসেছে। তিনি গ্রাম উন্নয়ন করতে হলে দারিদ্র দূরীকরণের উপর জোর দিয়েছেন এবং গ্রাম উন্নয়ন ভাবনার সাথে গ্রাম পুনর্নির্মাণ এর ধারণারও কথা বলেছেন। এছাড়া গান্ধী

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, প্রতিবেশগত এবং আত্মিক বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি এমন একটা গ্রাম জীবনের ধরনের উপর জোরারোপ করেন, যা হবে মানুষ কেন্দ্রিক এবং শোষণহীন (গান্ধী, ১৯৪৫)। স্বেচ্ছাসেবামূলক সহযোগীতার মাধ্যমে বিকেন্দ্রিক গ্রাম অর্থনীতি সবাইকে কাজ দিবে এবং খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এর মত মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য কাজ করবে (প্রাগুক্ত)। সংক্ষেপে বলতে গেলে গ্রাম্য স্থানীয়দের জীবন মান উন্নয়ন-ই শুধুমাত্র গান্ধীর গ্রাম পুনঃনির্মাণ ধারণার সাথে সম্পৃক্ত নয়, যদিও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি আদর্শ গ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে, গান্ধী গ্রাম পুনঃনির্মাণ এর উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। গান্ধীর মতে, একটি আদর্শ গ্রাম সম্পূর্ণভাবে এর প্রতিবেশী গ্রামের উপর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হবে না, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্ভরশীল হতে পারে। গ্রামের প্রথম কাজ হলো নিজের জন্য খাদ্য উৎপাদন, শুধুমাত্র তখনই সকল সম্প্রদায় ঐক্যের মাধ্যমে একত্রে বসবাস করবে (গান্ধী, ১৯৪২; উদ্ধৃত: কুমার, ২০০৫:৫৫)।

গান্ধী (১৯৪৭) বিশ্বাস করতেন যে, সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ গ্রামে রয়েছে কিন্তু লোভ মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নেই। তাঁর মতে ইউরোপ যেই ধরনের উন্নয়নের বিকাশ ঘটিয়েছে তা আসলে ব্যাবস্থাগত ঔপনিবেশকরণ ও শোষণের ফল। এই শোষণের শিকার হয়েছে প্রকৃতি ও মানুষ। এই ধরনের উন্নয়ন বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরী করেছে, কয়েকটি পরিবার এর মাধ্যমে লাভবান হয়েছে এবং দারিদ্র ও সহিংসতা এর ফলে বেড়ে গেছে। এজন্য গান্ধী শুধুমাত্র আমলাতন্ত্র, প্রযুক্তির মত উন্নয়ন এর সহযোগী মেকানিজম গুলোকেই প্রত্যাখ্যান করেননি বরং পাশ্চাত্য শিল্পায়িত সমাজ কর্তৃক বিকশিত উন্নয়ন এর সমগ্র ধারণাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গান্ধী আধুনিক প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে চরকার মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করতেন। তিনি শিল্পায়ন এর বিরোধিতা করে বলেন, "আমাদের দেশের শতকরা আশি জন লোকের কথা ভাবিতে হইবে যারা মাঠে কাজ করে এবং যাহাদের হাতে বৎসরে চারমাস কোন কাজ থাকে না এবং এই কারণে অর্ধাহারে মৃত্যুর কাছাকাছি থাকে" (Gandhi, ১৯৪৭:৪৩)। গান্ধীর যুক্তি ছিল- 'নিজের বাড়িতে উৎপন্ন তুলা দিয়ে চরকায় সুতা কাটিয়া এবং সেই সুতায় নিজের বা প্রতিবেশীর তাঁতে প্রস্তুতকৃত খাদি কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা সস্তা হবে' (প্রাগুক্ত: ৪৫)। তিনি আরো বলেন যে 'লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর ঘরে কোন কাজ না দিয়ে মিলের বিদ্যুৎচালিত টেকো দ্বারা মানুষকে বেকার করা অপরাধ' (প্রাগুক্ত:৪৪)। গান্ধী চরকার ব্যবহার এর মাধ্যমে খাদি অর্থনীতি ব্যবস্থার ধারণা দেন। খাদির অর্থনীতির বিশেষত্ব হচ্ছে, খাদি যেখানে উৎপন্ন সেখানেই ব্যবহৃত হবে। কাটুনি ও তাঁতী নিজেরাই তা ব্যবহার করবে। তিনি বলেন, 'গ্রামে প্রধানত নিজ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপন্ন হবে। কুটির শিল্পের এই চরিত্র ধর্ম বজায় রেখে গ্রামবাসীরা তাদের সঙ্গতি ও ক্ষমতা অনুসারে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। শুধু দেখতে হবে, এই কলকজা যেন অপরকে শোষণের জন্য ব্যবহৃত না হয়' (প্রাগুক্ত: ৯০)।

গান্ধীর চরকা কর্তৃক গ্রাম উন্নয়ন এবং গ্রাম স্বরাজের ধারণা গান্ধীবাদী লেখকরা সমর্থন করে। যেমন, মকসুদ (২০০৫) তার প্রবন্ধে উন্নয়নের মডেল হিসাবে চরকার মাধ্যমে গ্রাম-স্বরাজের উপর জোর প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, গান্ধীর গ্রাম-স্বরাজের ধারণা উন্নয়নের মডেল হিসাবে কার্যকরী এবং আধুনিক এন.জি.ও গুলোতে গান্ধীর চিন্তার ব্যবহার রয়েছে। তাঁর মতে, "গ্রামীন দারিদ্র্য দূর করতে এন.জি.ও গুলো যে কাজ করছে, তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক, তাতে গান্ধীবাদী চিন্তার বহু উপাদান রয়েছে" (মকসুদ, ২০০৫:১০)। তিনি গান্ধীর প্রদর্শিত পথ ও এন.জি.ও গুলোর কর্মকান্ডের মধ্যে নৈতিকতার ইস্যুতে পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক এন.জি.ওগুলোর কর্মকান্ডের নৈতিক ভিত্তি নেই, পক্ষান্তরে গান্ধীজির প্রদর্শিত পথের নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি খুবই শক্ত।

বিভিন্ন লেখক গান্ধীর দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় তার অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনা গুলোতে মূলত: গান্ধীর চিন্তার সূত্রগুলো তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষণীয়, এই আলোচনাগুলো থেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা, সত্যাগ্রহ, গ্রামউন্নয়ন সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু তারা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর দর্শন কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা উপেক্ষা করেছেন। গান্ধীর অহিংসা ও উন্নয়ন এর চিন্তাধারা বর্তমান বৈশ্বিক ক্ষমতা ও উন্নয়নে কীভাবে যুক্ত করা হচ্ছে তা তাদের আলোচনায় আসেনি। বর্তমানে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ তার বিস্তার ঘটাচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে। আর এক্ষেত্রে তার অন্যতম হাতিয়ার হলো 'উন্নয়ন' (Sachs, ১৯৯২)। বৈশ্বিক উন্নয়ন কীভাবে গান্ধীবাদ এর উন্নয়ন মডেলকে নিজ কার্যক্রম বিস্তারে ব্যবহার করছে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ধরনের রচনা ও অধ্যয়নগুলোর আরো একটি বড় দূর্বলতা হলো এগুলো অনেক বেশী মাধ্যমিক উৎস বা পূর্বের রচনা ও প্রকাশনা সমূহের উপর ভিত্তি করে সামনে এগিয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে 'উন্নয়ন ডিসকোর্স' ও গান্ধীবাদী দর্শনের সম্পর্ক হাজির করা। উন্নয়ন বিতর্কে 'অংশগ্রহনমূলক উন্নয়ন' দীর্ঘসময় ধরে আলোচিত একটি ধারণা। যদিও এই ধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপত্তি খুঁজতে গেলে গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন ধারনায় ফিরে যেতে হবে। গান্ধী তার লেখালেখিতে মানুষ কেন্দ্রীক বিকল্প উন্নয়ন ধারণার কথা বলেন। যদিও 'অংশগ্রহণ' এবং 'অংশগ্রহণমূলক' ধারণাদ্বয় উন্নয়ন শব্দভাভারে ১৯৫০ এর দশকে জোরেশোরে প্রবেশ করে[4] কিন্তু 'আধুনিক' সভ্যতা এবং 'উন্নয়নের' পশ্চাত্য রুপরেখার সমালোচনা করতে গিয়ে গান্ধীর হিন্দ স্বরাজ[5] সহ অন্যান্য লেখায় এই ধারণাগুলো বহুপূর্বেই এসেছে। এ প্রসঙ্গে Lewis (১৯৯৭) বলেন, "স্থানিকতা, নীচ থেকে উপর দিকে উন্নয়ন এই ধারণাগুলো গত কয়েক দশক ধরে উন্নয়ন নীতিতে প্রবেশ করলেও গান্ধীর বরাত দিয়ে ভারতীয়রা খুব সহজেই এই ধারনাগুলোর অভিভাবকত্ব দাবী করতে পারে" (১৯৯৭:৩৭১)।

Marglin (১৯৯৬) গান্ধীর চিন্তাকে অভিহিত করেছেন শিল্পায়নের একমাত্র বিকল্প হিসেবে। অন্যান্য তাত্ত্বিকরাও গান্ধীর উন্নয়ন ভাবনাকে তৃতীয় বিশ্ব হতে আসা 'অনন্য অসাধারণ'[6] চিন্তা বলে তুলে ধরেন। গান্ধী তার সমসাময়িকদের

মতন পশ্চিমা উন্নয়ন মডেল এর গুনগ্রাহী ছিলেন না, কেননা পশ্চিমা উন্নয়নের ফলাফল শিল্পায়নকে তিনি অমানবিক এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরুপ মনে করতেন। গান্ধী উন্নয়নকে সামাজিক এবং নৈতিকতার মানদন্ডে বিচার করার কথা বলেন। গান্ধী পশ্চিমা উন্নয়নকে সমালোচনা করেছেন। পশ্চিমা আধুনিকতাতে তিনি খারাপ ছাড়া ভালো কিছু দেখতে পাননি। তার মতে, "আধুনিক সভ্যতার প্রতীক ভারী যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র বিরাট পাপ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবেনা, কারণ তা বেশীরভাগ মানুষকে দারিদ্র ও বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিবে" (উদ্ধৃত Marglin, ১৯৯৬:১২)। তিনি এর বদলে গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে উৎপাদিত পণ্য ও পোষাক এর মাধ্যমে গ্রামের চাহিদা পূরণের কথা বলেন, যা ছিলো গান্ধীর স্বরাজ আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি।

উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানীরাও উন্নয়নকে দেখেন ডিসকোর্স হিসেবে এবং এর সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে স্বাধীন হওয়া নয়া উপনিবেশগুলোকে নতুন করে উপনিবেশিত করার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে 'উন্নয়ন'কে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মনে করেন (এস্কোবার, ১৯৯৫)। Sachs (১৯৯২) এর মতে, 'উন্নয়ন' এর কথাবার্তা প্রবলভাবে স্বজাতিকেন্দ্রীকতা তাড়িত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সহিংস প্রকৃতির। এটা হচ্ছে এমন একটা নির্মাণ এবং রাজনৈতিক প্রজেক্ট যা ক্রমাগতভাবে দক্ষিণের উপর উত্তরের আধিপত্য কায়েমকে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে, গার্ডনার এবং লুইস (১৯৯৬) এর মতে, উন্নয়ন ধারণা পরিষ্কারভাবেই পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া ইউরোপীয় নির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় প্রসঙ্গ সমূহের সাথে জড়িত। তাই এস্কোবার (১৯৮৪) বলেন যে, বিংশ-শতাব্দীর পরবর্তী অংশে এই উন্নয়ন ধারণা নির্দিষ্ট পরিসরের কতগুলো ধারণা ও অর্থের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, যা পরিণত হয় ডিসকোর্সে[৭]।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহমেদ (২০০৫) বলেন যে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নকে দেখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যা মূলতঃ তৃতীয় বিশ্বকে শাসন করার পন্থা। তিনি এস্কোবারকে উদ্ধৃত করে বলেন, "এই ধরনের আধিপত্যশীল উপস্থাপনার ধরন শুধুমাত্র জ্ঞানের একটি ব্যবস্থা হিসেবেই ক্ষমতাবান নয় বরং এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধরনের ধারণা তৈরী ও হস্তক্ষেপের পরিসর সৃষ্টি করা হয়" (উদ্ধৃত: আহমেদ, ২০০৫:৫৬)। এক্ষেত্রে 'labelling' এর রাজনীতিকরণের বিষয়টা বোঝা জরুরী। বিশ্বব্যাংক এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো 'label' সমূহ উদ্ভাবন করে যেগুলো প্রকৃতিগত দিক থেকে রাজনৈতিক (প্রাগুক্ত)। এক্ষেত্রে Wood (১৯৮৫) এর বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আনাম ও আইউব (২০০৬) উল্লেখ করেন। Wood বলেছেন যে, 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সে বিভিন্ন সময়ে শব্দাবলী বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে থাকে যাকে তিনি 'Politics of labelling' বলেছেন। একইভাবে, এস্কোবার (১৯৯৫) বলেছেন যে, 'গর্ভবতী নারী', 'প্রান্তিক চাষী', ইত্যাদি Labelling-গুলো 'উন্নয়ন' হস্তক্ষেপের জন্য জরুরী (উদ্ধৃত: আনাম ও আইউব, ২০০৬:৬৪)।

গান্ধীর গ্রাম উন্নয়নের দার্শনিক ধারণা ও উন্নয়ন ডিসকোর্স সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরেছি। এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে নিয়েই আমি বলতে চাই, গান্ধীর দর্শন সম্পর্কিত আলোচনায়, এটিকে কীভাবে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করা হয় তা তুলে ধরা হয়নি। এক্ষেত্রে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। গান্ধী আশ্রম যেই কার্যক্রমগুলো গ্রাম উন্নয়নে গ্রহণ করছে, তার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, প্রত্যয়, উদ্দেশ্য গান্ধীর মতাদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে কীভাবে বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তা পরবর্তী অংশে স্পষ্ট করা হবে।

গান্ধীর আদর্শ ও বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্স:

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট একটি মানব হিতৈষী উন্নয়ন সংস্থা। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট দাবী করে তারা গ্রামীন দরিদ্র নারীদের জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্য এবং কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে গান্ধীবাদী দর্শন এবং নির্দেশনামা অনুসারে। গান্ধীবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট যেই দর্শন নিয়েছে তা হলো সকল সংগঠিত দলসমূহ বাইরের সহায়তা ব্যতিত নিজেদেরকে একটা স্বতন্ত্র সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলবে এবং নিজেদের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। একইসাথে তারা নিজেদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য গড়ে তুলবে।[৮]

গান্ধীর দর্শনেও গ্রাম উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে (Kumar, ২০০৫)। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর প্রোগ্রাম পরিচালক নবকুমার (৫২) আশ্রমের কার্যক্রমের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, একেবারে শুরুর দিককার সময়কালে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষায় প্রচারণা, দাঙ্গা পীড়িত মানুষদের পুনর্বাসন, স্ব-উদ্যোগে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে সার বিতরণসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ড করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা শুরু করে এবং নব্বুই এর দশক থেকে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটায়। তিনি দাবী করেন, "এই কর্মকান্ডগুলো গান্ধীয়ান দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গৃহীত হয়েছে।" কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি, এই উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো যতটা না গান্ধীয়ান দর্শনের প্রেক্ষাপটে গৃহীত বরং তারচেয়েও বেশী বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রবাহের সাথে সাড়া প্রদানের ফলস্বরূপ গৃহীত হয়েছে এবং এই উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বেশীরভাগ নারী ও পুরুষ বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। উপকৃত হয়েছে অল্পসংখ্যক কিছু পরিবার। গান্ধী এ বৈশিষ্ট্যকে পাশ্চাত্য উন্নয়ন চিন্তা প্রসূত বলে উল্লেখ করেন (গান্ধী, ১৯৪৫)। মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য উন্নয়ন চিন্তাপ্রসূত সমস্ত কিছুকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার কথা বলেন কারণ এটি সমাজে ভারসাম্যহীনতা তৈরী করে এবং ঐক্য বিনষ্ট করে বলে তিনি মনে করতেন (প্রাগুক্ত)। অথচ, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর প্রোগ্রামসমূহ এবং গৃহীত কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা পাশ্চাত্য উন্নয়ন চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার শক্তিশালী অবস্থান দেখতে পাই। যেমন: টার্গেট গ্রুপ তৈরী করা, দেশী-বিদেশী ডোনারদের সহযোগিতায় প্রজেক্ট ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা, অংশগ্রহণমূলক কৌশলের প্রয়োগ ইত্যাদি। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর উন্নয়ন প্রোগ্রামসমূহের পরিচালক বলেন,

> "সময়ের পরিক্রমায় মানুষের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে, সামাজিক প্রয়োজনের ধরন বদলেছে, তাই এর সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচীতেও বদল আনতে হয়েছে"। তিনি আরো বলেন যে, "গান্ধী বেঁচে থাকলে একশত বছর আগে যা বলেছিলেন তা নিশ্চয় এখন বলতেন না, তিনিও হয়তো তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতেন"(মাঠকর্ম, ২০১০)।

এই বক্তব্যে স্পষ্টভাবে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো বৈশ্বিক উন্নয়নের স্রোত তার বৈধতা প্রমাণ করার জন্য গান্ধী এবং তার আদর্শকে ব্যবহার করছে নামে মাত্র কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পিত পথ ধরেই চলছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর ৮০'র দশক থেকে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

'টার্গেট গ্রুপ' দৃষ্টিভঙ্গী:

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট স্থানীয় মানুষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুক্ত করার ক্ষেত্রে 'টার্গেটগ্রুপ'[9] দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। মূলতঃ আশ্রমের সাথে যুক্ত দেশী-বিদেশী বেসরকারী সংস্থা সমূহের প্রোগ্রামগুলো বাস্তবায়নের জন্য এই 'টার্গেট গ্রুপ' গুলো চিহ্নিত করা হয়। গান্ধী আশ্রমের টার্গেট গ্রুপের মধ্যে আছে 'হতদরিদ্র', 'দরিদ্র কৃষক', 'দরিদ্র নারী', 'বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী'[10]।

নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ এর আওতায় আশ্রম স্থানীয় মানুষজনকে চিহ্নিত করে, যা তাদের আরো বেশী সঙ্কটময় অবস্থার দিকে ধাবিত করে। যেমন: নারীদের ক্ষেত্রে 'তালাকপ্রাপ্তা', 'বিধবা', 'স্বামী পরিত্যক্তা' এরকম শ্রেণীকরণের মাধ্যমে টার্গেট গ্রুপ ভুক্ত করা হয়। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এই শ্রেণীকরণসমূহের মাধ্যমে যখন তাদের টার্গেট গ্রুপ ভুক্ত করে তখন এসমস্ত নারীরা স্থায়ীভাবেই 'বিধবা', 'স্বামী পরিত্যক্তা' কিংবা 'তালাকপ্রাপ্তা' নারী হিসেবে গ্রামীন সমাজে চিহ্নিত হয়। তাদের সামাজিক সম্পর্ক ও অন্য ধরনের সমস্ত পরিচয় (যেমন: মা, বোন, শাশুড়ী) এই বর্গকরণের মাধ্যমে চাপা পড়ে যায়। নানা ধরনের কটুক্তি ও কাজে আচরণের সামনে তাদের পড়তে হয়। তুলসী রানী (২৮) নামক একজন উত্তরদাতা তার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন যে,

> আগে তো সবাই আমাকে তালাকপ্রাপ্তা হিসাবে চিনতো না, কিন্তু এখন সবাই জানে, নানাজনে নানা কথা বলে, বাজে প্রস্তাব দেয়।

অর্থাৎ, টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নারী এক ধরনের সামাজিক চাপ এর মধ্যে পড়ছে। তাছাড়া, গান্ধী আশ্রম যে প্রক্রিয়ায় টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে করে তা সমস্যাজনক। উদাহরণস্বরুপ, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট কর্তৃক চিহ্নিত 'দরিদ্র কৃষক' এর কথা বলা যেতে পারে। এটি পুরো দেশজুড়েই উন্নয়ন ডিসকোর্স এর একটা প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। এই ডিসকোর্সে দরিদ্র কৃষকদের উপস্থাপন করা হয় চরম অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ও একইভাবে দরিদ্র কৃষককে' টার্গেট গ্রুপ এর মধ্যে ফেলেছে এবং তাদের সহায়তা করার কথা বলছে। কিন্তু আমি আমার মাঠকর্মে দেখতে পেয়েছি, এই শ্রেণীকরণে একাধারে ধনী ও দরিদ্র কৃষককে একই তালিকাভূক্ত করছে এবং সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় কৃষকদের যোগাযোগের

ভিন্নতার ধরনকে এই শ্রেণীকরণে আমলে নেয়া হয়নি। অথচ সম্পদের উপর অধিকার বা প্রবেশে এই ফ্যাক্টরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে একটি কেসের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করছি ।

কেইস: নূর হোসেন (৪৫)

> নূর হোসেন (৪৫) জয়াগ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর টার্গেট গ্রুপ 'দরিদ্র কৃষক' দলে অন্তর্ভূক্ত, এবং আশ্রম কর্তৃক বিনামূল্য প্রদানকৃত সার পান। কিন্তু নূর হোসেন মনে করেন, এই দলে এমন কিছু মানুষ আছে যারা এখানে থাকার কথা না। কারণ এরা মোটেও দরিদ্র না। তিনি সাজ্জাদ হোসেন (৫২) নামে এই দলের আরেকজনের কথা বলেন। যার জমির পরিমাণ একশত শতাংশের বেশী কিন্তু নূর হোসেন এর দশ শতাংশ জমিও নেই। 'টার্গেট গ্রুপ' চিহ্নিতকরণের সময় স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকার খাতিরে সাজ্জাদ হোসেন গাজী নিজের নাম এই দলে অন্তর্ভূক্ত করে নেয় এবং সে চাষের জন্য সার ও ত্রাণ এর সময় চাল বেশী পরিমাণে পায়। এখানে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে তার পৃষ্ঠপোষক-অনুগামী (Patron-Client) সম্পর্ক সম্পদের উপর তার অধিকতর জোরালো প্রবেশ নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে নূর হোসেন অধিকতর দরিদ্র হয়েও তার তুলনায় কম সার পাচ্ছেন। নূর হোসেন এর মতে এভাবে প্রকৃত দরিদ্ররা দলের বাইরে পড়ে যায়, আর যাদেও ক্ষমতা আছে তাদের প্রয়োজন না থাকলেও তারা আরো বেশী পাওয়ার লোভে ক্ষমতাবলে দলে ঢুকে পড়ে। গান্ধী আশ্রমের এহেন কর্মকান্ডকে একটি শ্লোক এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,
>
> গান্ধী আশ্রম এক হাইল্যার দুই হাল করে, আর আধা হাইল্যার গরু মারে (যার এক হাল থাকে তার দুই হাল করে দেয়, আর যার হাল অর্ধেক তার গরু মেরে ফেলে। উল্লেখ্য যে, এক হাল মানে যার দুইটা গরু আছে।)

অর্থাৎ, গান্ধী আশ্রম এর টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিতকরণ ও দল গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আশ্রমের 'সুবিধাভোগীদের' মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে। তারা মনে করে আশ্রম যারা ধনী ও ক্ষমতাবান তাদের জন্যই বেশী কাজ করে। এর অন্যতম কারণ হলো, 'টার্গেট গ্রুপ' চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ক গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট বিবেচনায় রাখেনি, গার্ডনার এবং লুইস (১৯৯৬) এই বিষয়টিও তাদের আলোচনায় নিয়ে আসেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় যে 'টার্গেট গ্রুপ' ডিসকোর্স এসেছে তার সাথে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টও সাড়া দিয়েছে এবং তারা প্রত্যয় ও বৈশিষ্ট্যর সাথেও নিজেদেরকে একীভূত করেছে। আর এমনটা করার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব সম্পর্কে ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী (৭৫) বলেন,

> মানুষ খোঁজে সনাতন গান্ধীকে, কিন্তু সেটাতো ধরে রাখা কঠিন। সময়ের প্রয়োজনে, অর্থনীতির প্রয়োজনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর আমি ডোনার না পেলে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান কিভাবে চালাবো, সেজন্য, তাদের কিছু কিছু বিষয় মেনে নিতে হয়। উন্নয়ন প্রজেক্ট, ডোনার, টার্গেট গ্রুপ এগুলো গান্ধীর মতাদর্শের সাথে ঠিক যায়না কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করে" (মাঠকর্ম, ২০১০)।

অর্থাৎ, গান্ধীর মূল আদর্শ সমুন্নত রেখে গ্রাম উন্নয়ন এর কাজ করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কঠিন বলে গান্ধী আশ্রম মনে করে। যা আমরা গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের 'টার্গেট গ্রুপ' চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি। উপরন্তু, গান্ধী আশ্রম শুধু 'উন্নয়ন' কার্যক্রমকেই আপন করে নেয়নি, একইসাথে উন্নয়নের নানাবিধ ভাষা ও ধারণাকেও ব্যবহার করছে। যেমন: উন্নয়ন সংস্থাসমূহ যেভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণীকরণে অন্তর্ভূক্ত মানুষজন এর উপর আলোকপাত করে এবং তাদেরকে 'সহায়তা' প্রদান করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এদের 'সুবিধাভোগী' (the beneficiaries) প্রত্যয়ে চিহ্নিত করে। 'টার্গেট গ্রুপ'এ অন্তর্ভুক্ত মানুষজনকে ধরেই নেয়া হয় 'অসহায়' এবং 'নিষ্ক্রিয়'। এই টার্গেট করণের পেছনে অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য তা হলো- উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে যাওয়া মানুষজনকে যুক্ত করা। (প্রাগুক্ত:১০৯)।

অংশগ্রহণমূলক কৌশল:

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণে পি.আর.এ (Participatory Rural Appraisal) কৌশলসমূহ অনুসরণ করে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ বজায় থাকে, জনসম্পৃক্ততা বাড়ে। এর ফলে স্থানীয় সম্পদ গুলোর রকমফের, সেগুলোতে কার অধিকার কেমন তা জানা যায় এবং সর্বোপরি স্থানীয়দের জ্ঞান ও মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট কর্তৃক অনুসৃত এই পদ্ধতিটি পাশ্চাত্য উন্নয়ন এর অংশগ্রহণমূলক ডিসকোর্সেরই অংশ। ৭০'র দশকের আধুনিকায়ন তত্ত্বের উপর-নীচ প্রক্রিয়াকে ঘিরে নৃবিজ্ঞানীদের ব্যাপক সমালোচনার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলসমূহকে 'উন্নয়ন' সামনে নিয়ে আসে (সিলিটো, ২০০৭:১২)। এ প্রেক্ষিতেই পি.আর.এ এর মত কৌশলসমূহ সামনে চলে আসে। পি.আর.এ'র মত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলো স্বল্প সময়ে দ্রুত তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যেতে পারে (প্রাগুক্ত:১০)। তাছাড়া এইসব পদ্ধতির অন্যান্য সমস্যাসমূহও বিদ্যমান। যেমন, একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ কিংবা ধর্মের আগ্রহ বা লাভের জায়গা ভিন্ন হতে পারে, যা উঠে আসার সম্ভাবনা কম। আবার গ্রাম্য সম্ভ্রান্তদের এসব পদ্ধতিতে প্রাধান্য দেয়া হয় (প্রাগুক্ত:১১)।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর কর্মী কর্তৃক গৃহীত একটি পি.আর.এ সেশন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সেখানে গ্রামের মেম্বারসহ আরো ছয়জন পুরুষ ছিল। এখানে স্থানীয়দের অংশগ্রহণ থাকলেও কথা বলছিলো মূলত: ঐ কর্মী এবং মেম্বার। মেম্বার তার ইচ্ছামতো দরিদ্র কৃষক এলাকায় কে কে আছে সে বিষয়ে তথ্য দিচ্ছিলো। পি.আর.এ শেষে আলমগীর (৩৮) নামে একজন 'অংশগ্রহণকারী' বলেন,

> মেম্বার এর সাথে যাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে এবং খাতির রয়েছে তাদের কথাই তিনি বলেছেন, আর এগুলো করে কি হবে, শুধুই লোক দেখানো, যে যা পাবার সে ভেতরে ভেতরে ঠিক পেয়ে যায়।

এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তথ্য সংগ্রহে পি.আর.এ বা অংশগ্রহণমূলক যে কৌশল গুলো ব্যবহার করা হয় তাতে অসম ক্ষমতা সম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়া, এই কৌশলে যে পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয় তা স্থানীয়দের কাছে কোন অর্থ বহন করে না। যেমন, ভিলেজ ম্যাপিং করার সময় কয়েকজন অংশগ্রহণকারী হাসাহাসি করছিলো এবং আমাকে এ থেকে কী হবে, সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলো। এ প্রসঙ্গে আহমেদ (২০০৬) বলেন "পি.আর.এ-র রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ডিসকোর্স, এর নিজস্ব ধরন যার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। Village Mapping, the matrix and the calendar ও time chart পি.আর.এ-র এই উপস্থাপনার ধরনসমূহ স্থানীয় জনগণের চিন্তা থেকে উৎসারিত নয়।

প্রোগ্রাম ও প্রজেক্ট:

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট জয়াগ গ্রামে যে দুটি প্রোগ্রাম চালায় সেগুলো হলো, 'নারীর ক্ষমতায়ন' এবং 'মানব সম্পদ উন্নয়ন'। এই দুই প্রোগ্রামকে ঘিরে চলমান প্রজেক্ট দুটি হচ্ছে যথাক্রমে, কুটিরশিল্প ও হস্তজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী। এই দুটি প্রজেক্ট এর সাথে যুক্ত রয়েছে বিদেশী কিছু উন্নয়ন সংস্থা। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর নীতিনির্ধারকদের দাবী অনুযায়ী এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামে 'অবহেলিত নারী' ও 'দরিদ্র কৃষক' স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং তারা ক্ষমতায়িত হচ্ছে।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এসব নারীদের হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, সেলাই এর কাজ ও তাঁত বোনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় এবং কুটির শিল্প, বেকারীতে নিয়োগ দেয়। গান্ধীর চরকার মাধ্যমে খাদি বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম এর ধারণাকে সামনে রেখে গান্ধী আশ্রমে চরকা নামক তাঁত ও খাদি বস্ত্র উৎপাদনের একটি কার্যক্রম রয়েছে[১১]। চরকা প্রোগ্রামে কাজ করা নারীদের সাক্ষাৎকার ও কেইস স্টাডি থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্রম দেয় ও মাসিক বেতন পায়। তাদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত বস্ত্র ও পণ্য চলে যায় ঢাকার বাজারে। দেশী দশ, রঙ, সাদা কালো ইত্যকার ফ্যাশন হাউজগুলো থেকে চরকা নামক কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরীকৃত পোষাকের অর্ডার নেয়া হয়। অর্থাৎ একভাবে এখানে নারীকে বৃহত্তর শ্রমবাজার ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। উৎপাদিত বস্ত্র তাদের পরিধান কিংবা স্বাবলম্বীতার জন্য নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের নারীদের খাদি পোষাক উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া ঢাকায় অবস্থিত কোন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়। যেগুলো জাতীয় ও বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অংশ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। গার্মেন্টস গুলোর মতই গান্ধী আশ্রমও নারীর শ্রম সময় ক্রয় করছে এবং একে বৃহত্তর পুঁজিবাজার এর সাথে সম্পৃক্ত করছে। এসব নারী মনে করে তারা এখানে চাকুরী করে, এমনকি গান্ধী সম্পর্কে তাদের তেমন জানাশোনা নেই। এ প্রসঙ্গে রাণী (৩৫) নামে একজন উত্তরদাতা বলেন,

> আমাদের কাজ হচ্ছে বানায়ে দেয়া, তারপর কি হয় তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা কাম করি, সামান্য বেতন পাই। এত খবর রাখি না, তবে কিছু পোষাক এখানকার শোরুমে বেচার জন্য রাখা হয়, আর বাকী পোষাক চলে যায় ঢাকায়।

গান্ধী কে ছিলেন বা তিনি কি বলেছেন এ বিষয়ে কিছু জানেন কিনা সে সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে বলেন,

"এইটা জেনে আমগো কি লাভ, এগুলাতো লেখাপড়ার কাজ"

অর্থাৎ, স্থানীয় পরিসরে উৎপাদিত পণ্য চলে যাচ্ছে পুঁজিবাদী ফ্যাশন হাউজগুলোতে। যার সাথে আদতে মহাত্মা গান্ধীর চরকা বা খাদির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের কোন সামঞ্জস্য নেই। আবার, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট জয়াগে যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করছে তাও বিভিন্ন ব্যাংক (যেমন: গ্রামীন ব্যাংক) এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এই ঋণ প্রদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হিসেবে তারা 'দরিদ্র' মানুষকে পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার কথা বলে। কিন্তু সুবিধাভোগী ও স্থানীয়দের মতামত হলো, তারা ঋণ দেয় তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। কারণ ঋণ সুদ মুক্ত না। এ প্রসঙ্গে আবুল হোসেন (৩৮) নামে একজন ঋণগ্রাহক বলেন,

> আশ্রমের ঋণ নেওয়া আর গ্রামীন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য বেশী না। মাসিক সাড়ে বারো টাকা হারে সুদ দিতে হয়। ঋণ নিয়ে যে ছোট ব্যবসা করি তা থেকে পাওয়া বেশীর ভাগ লাভ আশ্রমকেই সুদ হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। তারা তাদের স্বার্থে ঋণ দিচ্ছে আর আমরা আমাদের প্রয়োজনে ঋণ নিচ্ছি।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর সেক্রেটারী ঝর্ণা ধারা চৌধুরী সুদ নেয়ার বিষয়টি দেখেন ভিন্ন ভাবে। তার মতে,

> আমরা ব্র্যাক ও গ্রামীন ব্যাংক এর তুলনায় খুব কম সুদ নিচ্ছি। যা নিচ্ছি তা কর্মীদের 'সার্ভিস চার্জ' হিসেবে নেয়া হচ্ছে। আর যেই টাকা আমরা ঋণ দিচ্ছি তা আমরা কোথা থেকে পাই? আমাদেরকেও ডোনারদের কাছ থেকে টাকা আনতে হয়, বড় বড় এনজিও'র কাছে হাত পাততে হয় (মাঠকর্ম, ২০১০)।

অর্থাৎ, সুবিধাভোগীদের কাছে আশ্রম অন্য কোন বেসরকারী সংস্থার চেয়ে ভিন্ন কিছু না, আশ্রমের কর্মসূচীগুলোতে তারা জীবিকার প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে, গান্ধীর গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর সাথে যুক্ত দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা বা ফান্ড এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। গান্ধীবাদী আদর্শ প্রচার ও গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করলেও সময় পরিক্রমায় দেশী-বিদেশী এইসব সংস্থাসমূহের সাথে যুক্ততা তৈরীর মাধ্যমে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট কার্যক্রমসমূহে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে নব্বই এর দশকের শুরু থেকে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় সেগুলো বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রবাহের ধারাবাহিকতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের সামনে আসে। ফলশ্রুতিতে গান্ধী আশ্রমের গৃহীত এপ্রোচ, কৌশল এবং প্রোগ্রামসমূহ বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্স এর অংশ হয়ে পড়ে।

উপসংহারঃ

এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রত্যক্ষণমূলক তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমানে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট অনুসৃত কার্যক্রম সমূহ অনেকবেশী পাশ্চাত্য উন্নয়ন কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী, পদ্ধতি ও ভাষাকে গ্রহণ করে সামনে এগোচ্ছে যা গান্ধীর আদর্শ ও গ্রাম উন্নয়ন ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে বরং সমাজস্থ স্থানীয়দের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে গ্রথিত করা হচ্ছে, যার ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। যেটি 'উন্নয়ন' এর অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে আমরা জানি। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট গান্ধীবাদী মতাদর্শকে সামনে রেখেছে অথচ গ্রাম উন্নয়ন এর চিন্তায় জোর দিচ্ছে পাশ্চাত্য উন্নয়ন চিন্তা ও কৌশলকে, যার মধ্যে স্ববিরোধীতা স্পষ্ট। পাশ্চাত্য উন্নয়ন ডিসকোর্স প্রসূত চিন্তা-চেতনার বৈধতা দিতে গিয়ে আশ্রম মহাত্মা গান্ধীর দর্শন ও আদর্শকে যুক্ত করছে। যা আমরা গান্ধী আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে দেখতে পাই। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের গৃহীত কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মসূচী সমূহের মধ্যে দিয়ে বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সের চিন্তার আধিপত্য রয়েছে, যা উপরোক্ত আলোচনা থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোতে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট দাবী করছে যে, তারা গান্ধীর গ্রাম উন্নয়ন মতাদর্শকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। যেটুকু পরিবর্তন তা শুধুমাত্র সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উন্নয়ন সময় পরিক্রমায় তার গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা গান্ধীর মতাদর্শ ও আদর্শকে তার বৈধতা প্রদানে ব্যবহার করছে এবং রূপান্তরণ ঘটাচ্ছে।

টীকা

---

[১] বিনির্মাণবাদীদের মতে, উন্নয়ন ডিসকোর্স 'তৃতীয় বিশ্ব' কে এক ধরনের সমরূপী উপস্থাপনের মধ্যে ফেলে। যেখানে এগুলোকে দেখানো হয় পশ্চাৎপদ। এধরনের বয়ানগুলোর মাধ্যমে 'তৃতীয় বিশ্বের' সমাজসমূহকে 'অনুন্নত' হিসেবে নির্মাণ করা হয়। বিস্তারিত দেখুনঃ Ahmed (2005).

[২] চরকা ও ঋণ কর্মসূচীতে যুক্তদের মধ্যে থেকে দৈব নমুনায়নের মধ্যে দিয়ে মোট বিশ জন তথ্যদাতা এবং স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে থেকে ত্রিশ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি এবং তাদের সাথে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহন করেছি। এছাড়া, গান্ধী আশ্রমের প্রকল্প পরিচালক এবং সাধারন সম্পাদক এ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ন তথ্য প্রদান করেছেন ।

[৩] বিস্তারিত দেখুন : Kumar (2005).

[৪] বিস্তারিত দেখুনঃ Rahnema, (1992).

[৫] বিস্তারিত দেখুনঃ Gandhi (1938).

[৬] বিস্তারিত দেখুনঃ Kothari (1988).

[৭] 'ডিসকোর্স' মূলতঃ 'ফুকো'র (১৯৭০) চিন্তাপ্রসূত একটি প্রত্যয়। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহের উপর আলোকপাত করেন এবং দেখান যে, জ্ঞান নিরপেক্ষ নয়। এটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়। এই জ্ঞান সৃষ্টি করে বয়ান বা ডিসকোর্স। ফুকোর মতে, "জ্ঞান-ই ক্ষমতা, জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমেই ক্ষমতার চর্চা হয়। এই জ্ঞানসর্বব্যাপৃত, জ্ঞান একধরনের সত্য নির্মাণ করে, যা ক্ষমতার পরিচায়ক (ফুকো;১৯৭০)"। এই জায়গা থেকে উন্নয়ন সম্পর্কিত ডিসকোর্স এর কথা বলা যেতে পারে। কারণ উন্নয়ন ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ক্ষমতার চর্চা করেছে এবং 'সত্য' নির্মাণ করেছে। ডিসকোর্সকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফুকো বলেছেন, "জ্ঞান ও ক্ষমতা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। ডিসকোর্স সংক্রমিত হয়, জ্ঞান উৎপাদন

করে। এই কৌশলসমূহ বিশেষ ডিসকোর্সের প্রায়োগিক প্রেক্ষিতের সাথে জড়িত। বিস্তারিত দেখুন: Foucault (1970).

[৮] গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর ব্রশিয়ার থেকে আশ্রম সম্পর্কে এই বর্ণনা পাওয়া যায়।

[৯] উন্নয়নে ৭০'এর দশকের আধুনিকায়ন তত্ত্বের মতই এই প্রক্রিয়ায়ও উপর-নীচ পদ্ধতি এবং অসম ক্ষমতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। যে জটিল বাস্তবতায় 'টার্গেট শ্রেণী' চিহ্নিত করা হয় তা অসম ক্ষমতাকেই নির্দেশ করে।

[১০] বিস্তারিত দেখুন: Gandhi Ashram Trust (GAT), Programmes (online), Available From: http://gandhiashramtrust.org/view_program.php? [Accessed 02 June, 2016]

[১১] বিস্তারিত দেখুন: Gandhi Ashram Trust (GAT), Programmes (online), Available From: http://gandhiashramtrust.org/view_program.php? [Accessed 02 June, 2016]

তথ্যসূত্র

Ahmed, Zahir (2005). Development as Discourse, Discourse as Practice. *Journal of Social Studies*. 108, Dhaka: CSS.

Bora, P.M. (1994). Gandhian Model of Rural Development. *Journal of Rural Economy,* Bombay. 40 (5), pp. 470-495.

Chatterji, R. (1976). Class Conflict and Nation Building: Gandhi and the Indian Labour Movement. *Indian journal of Political Science*. 37 (4), pp. 42-57.

Escobar, Arturo (1984). Discourse and power in Development: Mitchel Focault The relevance of his work to the third world. *Alternatives*, 10 (10), pp. 377-400.

Escobar, Arturo (1995). *Encountering Development: The making and Unmaking of the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University press.

Esteva, G. (1992). Development. In: W. Sachs (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books. pp. 6-25.

Foucault, M. (1970). *The Order of the Things: An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Pantheon.

Gandhi, M. K. (1927). *An Autobiography or the Experiment with the Truth,* Delhi: Delhi University Press.

Gandhi, M.K (1938). *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. Ahmedabad: Navjivan Publishing House.

Gandhi, M.K (1947). *India of My Dreams*. Ahmedabad: Navjivan Mudranalaya.

Gardner, K. and D. Lewis (1996). *Anthropology, Development and Post-modern Challenge,* London: Pluto Press.

Kumar, Abhishek (2005). Gandhi and Rural Development. In: Kumar, M. (Ed.)c*Non Violence: Contemporary Issues and Challenges. Deen Dayal Upadhyaya. Mary*, New Delhi: Roopak Printess.

Kothari, R. (1988). *Rethinking Development: In Search of Human Alternatives.* Delhi.

Lewis, John P. (1997). *India's Political Economy: Governance and Reform*, Delhi.

Marglin, Frederique. (1996). Intrduction: Rationality and the World. In: Marglin, Frederique & Marglin, Stephen. Eds. *Decolonizing Knowledge: From Development to Dialogue.* Oxford.

Mazumdar, Rakhal C. (2007). Mahatma Gandhi: A Sound Value. In: Sharma, A. Edt. *Ghandhian way: Peace, Non-violense and Empowerment.* Delhi: Delhi University Press.

Mazzarella, W. (2010). Branding the Mahatma: The Untimely Provocation of Gandhian Publicity. *Cultural Anthropology*, 25 (1), pp. 1-39.

Mukherjee, Muthi (2010). Transcending identity: Gandhi, Non-violence and the Pursuit of a Different Freedom in Modern India. *American Historical review*, 115 (2), pp. 453-473.

Patel, Sujata (1988). Construction and Reconstruction of Women in Gandhi. *Economic and Political Weekly*, 23 (8), pp. 377-87.

Rahnema, M. (1992). Participation. In: Sachs, Wolfgang. Ed. *The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power.* London: Zed Books Ltd., pp: 116-131.

Sachs, W. (1992). Introduction. In: Sachs, Wolfgang. Ed. *The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power.* London :Zed Books Ltd., pp: 1-5.

Sillitoe, Paul (2007). Anthropologist only need apply: Challenges of Applied Anthropology. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2007.

Wood. G (1985). *Labeling in Development Policy: Essays in honor of Bernard Schaffer*, London: Sage Publication.

আনাম, মুজীবুল এবং সান্ত্বনা আইউব (২০০৬). উন্নয়ন ডিসকোর্সে শাব্দিক সংযোজন: কেইস 'মঙ্গা'। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, ১১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০০৫). *গান্ধীজী, সেতু: গান্ধী স্মারক প্রকাশনা*. জয়াগ, নোয়াখালী: গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট, ।

আলম, এস.এম. নূরুল (২০০২). সাম্প্রতিক এনজিও বিতর্ক: মাঠ গবেষনার আলোকে একটি পর্যালোচনা। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, ৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আহমেদ, জহির (২০০৬). পি.আর. এর ধর্মতত্ত্ব: একটি নিরীক্ষণ। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, ১১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (১৯৪৫). সাম্প্রদায়িক ঐক্য, *গান্ধী রচনা সম্ভার*, ৫ম খন্ড। কলকাতা প্রকাশনী।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল (২০০৫). বর্তমান বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা। *সেতু: গান্ধী স্মারক প্রকাশনা*। নোয়াখালী: গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ।

সাহা, গৌর গোপাল (২০০৫). মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদ। *সেতু: গান্ধী স্মারক প্রকাশনা*। নোয়াখালী: গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট।